সংবাদ

... 06 AUG 1985 ...
... 6 কলাম 1 ... ...

007

মহিলা মহল

জাতিসংঘে সনদে বলা হয়েছে যে প্রতিটি মানুষকে ভয় থেকে মুক্তি, ক্ষুধা, ব্যাধি থেকে মুক্তি শিক্ষার ও বাসস্থানের অধিকার মানবাধিকারের 'মূলকথা—এই মূলে কথাগুলোকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দেশের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচী প্রণয়নের চেষ্টা চলছে। এই প্রবন্ধে নারী জাতির শিক্ষা বিষয়ের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নারী জাতির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৭৫ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনের কমিশন ফাইভে এ বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

কমিশন ফাইভে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নারী শিক্ষার উপর কতগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেখানে গুরুত্ব সহকারে নারী শিক্ষা, সাক্ষরতা, গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলো আলোচনা হয়। শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিকে নিরক্ষর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেখানে। মাতৃভাষার সাহায্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান সফল করা, শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার আগে ক্ষেতে-খামারে, কল কারখানায় পাঠানো বন্ধ করা ও নিশ্চিত করা ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। এ সমস্ত কাজের জন্য যে টাকার দরকার তা যুদ্ধাস্ত্র খাত থেকে কমিয়ে শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে স্বাধীনতা পুরোপুরি সাফল্যের জন্য নারী শিক্ষার সুযোগ সমভাবে দিতে হবে। শতাব্দীব্যাপী শোষণ এর অবস্থান নির্মূল করার জন্য এ সমস্ত দেশের নারী সমাজকে কাজ করতে হবে—এ সমস্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়গুলো বিগত ৮/৯ বছর যাবত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, সেমিনারে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আন্দোলন হয়েছে—কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কালাকানুনে এগুলো আনা হয়েছে। নিজ দেশ প্রেক্ষিতে উক্ত বক্তব্য-এর গুরুত্ব বোঝা, সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ করা, সমাধানের রূপরেখা খুঁজে বের করাই বর্তমান শিক্ষানীতি হওয়া উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও দেশের নিরক্ষরতার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সত্য ধারণাগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার। বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ও গোঁজামিল এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের মনে অস্পষ্ট ধারণার জন্ম দিয়েছে।

বাস্তব অবস্থা কী ?

৯ কোটি ৩০ লাখ লোক। গড়ে ২৮ জন শিক্ষিত এই হিসাবমত ৬ কোটির উপরে লোক নিরক্ষর। এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার আরও করুণ। শতকরা ১৭% জন শহরের ও ১৩% জন গ্রামের মেয়ে শিক্ষিত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কয়েকটি দিক

১। প্রচারসর্বস্ব নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পে ২ বছরে ১০ কোটি টাকা খরচ করে ৭ লাখ লোককে সাক্ষর করা হয়েছে।

২। গত ৬ বছরে ১২ লাখ প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী কমে গেছে।

৩। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেছনে বছরে ২০ কোটি টাকা গচ্চা।

৪। যদিও খুবই সীমিত পরিমাণ টাকা ও উপকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়, তার মধ্যে মাত্র ২০% ভাগ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু ৮০% ভাগই অপচয় হয় এবং সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না।

শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলো

শিক্ষা, নিরক্ষরতা নিয়ে জ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন, সরকারও তার বক্তব্য রাখছেন। ঐ সমস্ত প্রবন্ধগুলো মনোযোগ সহকারে পড়লে দেখা যাবে তারা দেশের বাস্তব অবস্থা জানেন। কেননা তথ্যগুলো সরকারী সমীক্ষা চিহ্নিত ও সনাক্ত করেছেন। কিন্তু সমাধানের ক্ষেত্রে ধানের ক্ষেত্রে তারা পাশ কাটিয়ে গেছেন প্রায় সময়ে। ভাসাভাসা অপরিকল্পিত কর্মসূচী নিয়ে বারংবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন এবং শিক্ষার অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে যাচ্ছে।

এখানে কিছু ভ্রান্ত ধারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১। সাক্ষর কাকে বলবে তা নিয়ে প্রচুর মতদ্বৈধতা ও বাকবিতন্ডা আছে।

২। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, অর্থকরী উপাদনের হাতিয়ার, নাকি সমাজ বিকাশে মানুষ হিসাবে তার যথাযথ ভূমিকা বোঝা— এগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মতদ্বৈধতা আছে ও সাধারণ মানুষের অস্পষ্ট ধারণা রয়ে গেছে।

৩। শিক্ষা দেয়া বা সাক্ষর করা নিছক সমাজ সেবার কাজ হিসাবে নিয়েছে এ ধরনের মনোভাব বেশ কিছু লোকের মধ্যে আছে।

উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করার মত যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এবং এ সমস্ত ধারণাগুলো স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই এসেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণগুলোর সাথে ঐ সমস্ত ধারণাগুলো জড়িত। তারা ব্যর্থতার কারণগুলো কিভাবে দেখেছেন।

১। শিক্ষার অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক স্থবিরতা।

২। সমাজ তথা জাতীয় সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাপনার

সংবাদ

... 06 AUG 1985 ...
... 6 কলাম 1 ... ...

সঙ্গে শিক্ষার যোগ শূন্যতা।

৩। শিক্ষা মানের অবনতি।

৪। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অর্থাৎ শিক্ষার ব্যয় ভার বহনে অপারগতা কারণের এই বিষয়গুলো সবই আংশিক খন্ডিত ও খুবই সীমাবদ্ধ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আমাদের বিশেষজ্ঞরা যেমন ব্যর্থতা দেখাচ্ছেন—শিক্ষা ক্ষেত্রেও তেমনি দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। সবচাইতে আশংকার কারণ এই যে এ ইসব সমস্যার মূল কারণ সনাক্ত করতে না পারলে ভবিষ্যতে জাতি হিসাবে আমরা এক ভয়াবহ অন্ধকারে পড়ে যাব, যা কেবলমাত্র মধ্য যুগের কালো আফ্রিকার সাথে তুলনীয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার প্রধান লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা। এ সমস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের সম্মুখে দেশ গড়ার কাজে তীব্রভাবে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং এ সমস্ত করতে যেয়ে শিক্ষার জন্য এক বিশাল দাবী জন সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষিত দক্ষ মানুষের প্রয়োজন

অবাস্তব বিলাসিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে সময়ের অপচয় বন্ধ করা।

৩। নীতি হিসাবে অশিক্ষাই আমাদের দুর্ভাগ্য ও দারিদ্রের মূল কারণ এবং এর কোন বিকল্প নেই—এই বোধ জাগ্রত করা।

শিক্ষা নীতির এই ভিত নির্মাণের মূল উপকরণ হবে, প্রাথমিক শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষাই মানুষকে সভ্যতার ও ঐতিহ্যের শরীক করে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত দূর না করে কবে কোন দেশ শিক্ষা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে ?

এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার করুণ চিত্রের কথা সর্বজনবিদিত। যারা বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাই যথেষ্ট তারাও এ ব্যাপারে খন্ডিত ও আংশিক বক্তব্যের অধিকারী।

প্রাথমিক শিক্ষা আধুনিক মানুষের এক মৌল অধিকার। যারা নিরক্ষর অথচ এ বিষয়ে সচেতন তারা এ বিষয়ে সচেষ্ট হবে এবং এ কাজে হাত লাগাবে।

দ্বিতীয়ত, যারা নিরক্ষর অথচ শিক্ষা ব্যাপারে অসচেতন তারা শিক্ষা পেলে পরে সচেতন হবে।

তৃতীয়ত, প্রাথমিক শিক্ষা পর

অনুভূত হয়। এর ফলে শিক্ষাকে কেউ উন্নয়নের পরিপূরক হিসাবে চিহ্নিত করলেন, কেউ শিক্ষাকে মানবিক কারণে দরকার বলে একে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে দূরে রাখলেন। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যর্থতাকে তারা কিভাবে নিলেন ? তারা নিলেন যে—

১। প্রশাসনিক জটিলতা, যেন প্রশাসন ঠিক করলে সব শিক্ষা সমস্যা দূর হবে।

২। অর্থনৈতিক কারণ—ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়তে দিলে শিক্ষা তরতর করে এগোবে।

৩। জাতীয় আয়ের সঙ্গে শিক্ষা সংযুক্ত করলে শিক্ষা সমস্যা দূর হবে। যে দেশ যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে জিএনপি বৃদ্ধি করে, তাহলে সে দেশের

বর্তী স্তরের শিক্ষার ব্যবহার প্রণালী ও শিক্ষা সমাজ জীবনে কাজে লাগাবার উপকরণ।

চতুর্থত, প্রাথমিক শিক্ষায় চিন্তার মৌল সার্বজনীনতা গড়ে তোলার এক বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, মানুষের কাছে উন্নয়নের ফল পৌঁছে দেবার জন্য বৈষম্য দূর করার জন্য ও পরিবর্তনকে কল্যাণকর করে তোলার জন্য যে চেতনার প্রয়োজন, প্রাথমিক শিক্ষা তার সূচনা করতে পারে।

এমনিভাবে কতগুলো মূল কারণেই শুধু সাক্ষরতা অভিযানের চাইতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সবচাইতে বেশি। প্রাথমিক শিক্ষা মানুষকে দেবে তার ন্যূনতম প্রত্যাশা, যা মৌল শিক্ষার অন্ত-

নারী: শিক্ষা: মানবাধিকার

মমতা হেনা

শিক্ষানীতি সিলেবাস ও সিস্টেমও যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর উপর করলে শিক্ষা সমস্যা দূর হবে ?

৪। শিক্ষার মান বৃদ্ধি করলে

র্ভুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষাও জীবনের মান ও গুণগত পর্যায়ে তাকে অন্য সব কিছু দারিদ্র, অভাব, নানা অসুবিধা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জীবন-জগত ও মানুষের অস্তি-

007